ছেলে হলে এমন!

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার
সুন্নাতে ভরা বয়ান

ছেলে হলে এমন!

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

দরূদ শরীফের ফযীলত

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা পোষণকারী যখন একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করে ও মুসাফাহা করে অতঃপর প্রিয় নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদে পাক পাঠ করে তবে তারা পরস্পর পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয়ের আগের ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।" (মুসনাদে আবী ইয়ালা, ৩য় খন্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬৩৮৩)

গর ছেহ্ হ্যায় বেহদ কছুর তুম হো আফ্ও গফুর, বখশ দো জুরম ও খাতা তুম পে কড়ড়ো দুরূদ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

✻ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব। ✻ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসব। ✻ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিব। ✻ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করব, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকব।

www.dawateislami.net

✻ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!, اُذْكُرُ الله, تُوْبُوْا اِلَى الله ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিব। ✻ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান করার নিয়্যত সমূহ

✻ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াব। ✻ দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পাঠ করব এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াব। ✻ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পাঠ করে বয়ান করব। ✻ ১৪ পৃারার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً "অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌছিয়ে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।" এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করব। ✻ সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করব। ✻ কবিতা পাঠ করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকব। ✻ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্‌আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করব। ✻ অট্টহাসি দেয়া এবং অট্টহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকব। ✻ দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত ইসমাঈল عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام আল্লাহ্ তাআলার একজন মনোনিত ও নৈকট্যপূর্ণ নবী। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে বিশেষ কিছু পুরস্কার ও সম্মানে আসীন করেন কারণ তাঁর উপর আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে যত পরীক্ষা ছিল, তিনি আল্লাহ্ তাআলার তাওফিকে তাতে অটল ছিলেন। তিনি عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর একটি প্রশিদ্ধ ও সর্বজনবিধিত ঘটনা ও সেটা থেকে অর্জিত মাদানী ফুল শুনার সৌভাগ্য অর্জন করছি।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

তিন রাত একই ধরণের স্বপ্নঃ

হযরত ইবরাহীম عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام জিলহজ্ব মাসের ৮ তারিখ রাতে একটি স্বপ্ন দেখলেন, স্বপ্নে কোন বক্তা বলছেন: "নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাকে তোমার সন্তান জবেহ করার নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই বিষয়ে চিন্তা করতে থাকেন, এই স্বপ্ন কি **আল্লাহ্ তাআলা**র পক্ষ থেকে নাকি শয়তানের পক্ষ থেকে? এই কারণে আট জিলহজ্ব এর নাম ইউমুত তারবিয়া "তথা- চিন্তা-ভাবনা করার দিন" রাখা হয়েছে। ৯ তারিখ রাতে আবার একই স্বপ্ন দেখলেন এবং সকালে বিশ্বাস করে নিলেন যে, এই নির্দেশ **আল্লাহ্ তাআলা**র পক্ষ থেকে এসেছে। এই জন্য ৯ই জিলহজ্বকে ইউমে আরাফা "তথা- পরিচয় লাভের দিন" বলা হয়। ১০ তারিখ রাতে পুনরায় ঐ স্বপ্ন দেখার পর তিনি عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام সকালে এই স্বপ্নের উপর আমল করার অর্থাৎ ছেলেকে কুরবানি দেয়ার পাকা-পোক্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন, যে কারণে ১০ জিলহজ্বকে ইউমুন নাহার "তথা- জবেহ করার দিন" বলা হয়। (তাফসীরে কবির, ৯/৩৪৬)

আল্লাহ্র আদেশ পূর্ণ করার অসাধারণ নমুনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আম্বীয়ায়ে কেরামগণের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان মর্যাদা সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সর্বোচ্চ এই কারণে তাঁদের উপর আসন্ন পরীক্ষাগুলো খুবই কঠিন হয়ে থাকে। কিন্তু উৎসর্গ হোন ঐ সমস্ত পবিত্র ব্যক্তিদের ধৈর্যের উপর!

www.dawateislami.net

তাঁরা তাঁদের উপর আসন্ন দুঃখ ও মুসীবতকে প্রফুল্ল মনে সহ্য করে আল্লাহ্‌র দরবারে বিজয়ী হয়ে উচ্চ মর্যাদা অর্জন করেছেন। এমনকি ভবিষ্যতে আসা পরীক্ষাগুলোর জন্য নিজেকে এবং ঘরের সদস্যদেরকেও সব সময় প্রস্তুত রাখতেন। তাঁদের এই মহান উৎসর্গ সমূহ দুনিয়ার সমস্ত লোকদের জন্য আলোক বর্তিকা হয়ে থাকবে। কেননা, আম্বীয়ায়ে কিরামগণের স্বপ্ন ওহী হয়ে থাকে। এই কারণে হযরত ইবরাহীম عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام বুঝে গেলেন যে, আমার প্রতিপালক আমাকে আমার ছেলে জবেহ করার আদেশ দিচ্ছেন। তাড়াতাড়ি নিজের প্রিয় পুত্রকে আল্লাহ্ তাআলার আদেশে কুরবানী করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং তিনি এই সমস্ত ঘটনা নিজের ছোট্ট ছেলে হযরত ইসমাঈল عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কে খুলে বললেন, আল্লাহ্ তাআলার হুকুম আমি তোমাকে জবেহ করি। এখন তুমি বল তোমার সিদ্ধান্ত কি? তাফসীরে খাযেনের মধ্যে রয়েছে: হযরত ইবরাহীম عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام হযরত ইসমাঈল عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর সাথে এজন্য পরামর্শ করেননি যে, যদি তার মর্জি না হয় তবে তার মতামতের উপর আমল করবে বরং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, হযরত ইসমাঈল عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর কাছ থেকে পরীক্ষা নেওয়া আল্লাহ্ তাআলার কতটুকু তা জানা হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্ তাআলার আদেশের উপর কতটুকু অনুসরন ও উৎসাহ উদ্দীপনা রয়েছে। আর আল্লাহ্ তাআলার হুকুম পালণের মাধ্যমে সাওয়াব অর্জন করে যাতে সফল হয়ে যায়। (তাফসীরে খাযেন, ৪/২২) হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام যখন হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কে এই স্বপ্ন বর্ণনা করেন, তখন তিনি জবাব দিলেন যা পবিত্র কুরআনের ২৩ পারার সূরা সফ্ফাত এর ১০২নং আয়াতের মধ্যে এইভাবে বর্ণনা রয়েছে;

يٰۤاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۫ سَتَجِدُنِیْۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِیْنَ ﴿۱۰۲﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমার পিতা! আপনি সেটাই করুন যেটার আদেশ আপনাকে দেয়া হয়। **আল্লাহ্ তাআলা** যদি চায় অতি শীঘ্রই আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।

(পারা- ২৩, সূরা- ছফ্ফাত, আয়াত- ১০২)

www.dawateislami.net

আমাকে রশি দিয়ে শক্তভাবে বেঁধে দিন

তাফসীরে খাযেনের মধ্যে রয়েছে; হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام তাঁর সম্মাণিত পিতাকে আরো আরয করলেন: আব্বাজান! জবেহ করার পূর্বে আমাকে রশি দিয়ে শক্তভাবে বেধেঁ নিন। যাতে আমি নড়াচড়া করতে না পারি। কেননা, আমার ভয় হচ্ছে যাতে আমার সাওয়াবের পরিমাণ কমে না যায় এবং আমার রক্তের ছিটা থেকে আপনার কাপড় বাঁচিয়ে রাখবেন যেন ইহা দেখে আমার আম্মাজান চিন্তিত না হয়। ছুরি খুব ধারালো করে নিন যাতে আমার গলায় ভালভাবে চলে (অর্থাৎ গলা তাড়াতাড়ি কেটে যায়) কেননা মৃত্যু অনেক কঠিন হয়ে থাকে। আপনি আমাকে জবেহ করার জন্য উপুড় করে দিবেন (অর্থাৎ চেহারাকে জমিনের দিকে করে রাখবেন) যাতে আপনার দৃষ্টি আমার চেহারা দিকে না পড়ে আর যখন আপনি আমার আম্মাজানের নিকট যাবেন তখন তাঁকে আমার সালাম পৌঁছিয়ে দিবেন এবং যদি আপনি ভাল মনে করেন, তাহলে আমার জামা তাকে দিয়ে দিবেন। এতে তিনি সান্তনা পাবেনা এবং ধৈর্য এসে যাবে। হযরত ইবরাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام বললেন: হে আমার ছেলে! **আল্লাহ্ তাআলার** আদেশ পালন করার জন্য তুমি আমার কতই উত্তম সাহায্যকারী হয়ে গেলে। অতঃপর যেভাবে হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام বললেন: সেভাবে তাঁকে বেধেঁ নিলেন, নিজের ছুরি ধারালো করলেন। হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কে উপুড় করে শুয়ে দিলেন। তাঁর চেহারা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন এবং তাঁর গলায় ছুরি চালিয়ে দিলেন। কিন্তু ছুরি তার কাজ করল না অর্থাৎ গলা কাটল না। (তাফসীরে খাযিন, ৪/২২)

জান্নাতী দুম্বা এবং বরকতময় বাক্য

হযরত ইবরাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام যখন হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কে জবেহ করার জন্য জমিনে রাখলেন তখন **আল্লাহ্ তাআলার** নির্দেশে হযরত জিবরাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام বিনিময় স্বরূপ জান্নাত থেকে একটি ভেড়া (অর্থাৎ- দুম্বা) নিয়ে তাশরিফ আনলেন এবং দূর থেকে উঁচু আওয়াজে বললেন: اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

www.dawateislami.net

যখন হযরত ইবরাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এই আওয়াজ শুনলেন তখন নিজের মাথা আসমানের দিকে উঠালেন এবং জেনে গেলেন যে, **আল্লাহ্ তাআলার** পক্ষ থেকে আসা পরীক্ষার সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং ছেলের স্থানে বিনিময় স্বরূপ দুম্বা প্রেরণ করা হয়েছে। অতঃপর তিনি আনন্দিত হয়ে বললেন: لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَر যখন হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এটা শুনলেন তখন তিনি বললেন: اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ এরপর থেকে এই তিন জন পবিত্র হযারাতের মোবারক শব্দগুলো আদায় করার এই সুন্নাত কিয়ামত পর্যন্ত প্রচলন করা হয়েছে। (বিনায়া শরহে হিদায়া, ৩য় খন্ড, ৩৮৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণিত ঘটনার মধ্যে আমাদের জন্য অনেক মাদানী ফুল রয়েছে। একটু ভাবুন, যখন হযরত ইবরাহীম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام হযরত ইসমাঈল عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে নিজের স্বপ্নের কথা বললেন, তখন তিনি চিন্তিত ও ভয় হওয়ার পরিবর্তে আনন্দে উল্লাসে আন্দোলিত হতে লাগলেন যে, আমার সৌভাগ্য আল্লাহ্ তাআলা আমি কুরবানী হওয়াটা চেয়েছেন এবং আনন্দচিত্তে আল্লাহ্ তাআলার রাস্তায় কুরবান হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। এই ধরণের পরীক্ষা বা কোন কষ্ট যদি কারো উপর আসে উল্টো সে অভিযোগ তো করেই বরং আল্লাহ্র পানাহ! অধৈর্য হয়ে অনেক সময় কুফরী বাক্য বলে দেয় এবং আল্লাহ্ তাআলার অসন্তুষ্টি কিনে নেয়। এমন পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করা উচিত। কেননা, তা আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ। যেমন- হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; হুযুরে পাক, সাহিবে লাওলাক صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিঃসন্দেহে পরীক্ষার মধ্যেই খুব বেশি সাওয়াব রয়েছে এবং আল্লাহ্ তাআলা যখন কোন সম্প্রকায়কে ভালবাসেন, তখন ঐ সম্প্রদায়কে পরীক্ষার মধ্যে রাখেন। যে তার ভাগ্যের উপর সন্তুষ্ট এবং যে অসন্তুষ্ট তার জন্য অসন্তুষ্টি এই ঘটনা থেকে সন্তানদের শিক্ষার দিক-নিদের্শনা পাওয়া যায়।" আমাদের বাচ্চারা যদিও আমাদের অন্তরের প্রশান্তি, চোখের মনি, কিন্তু এর থেকেও সে আল্লাহ্ তাআলার বান্দা। নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উম্মত এবং ইসলামী সমাজের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।

www.dawateislami.net

যদি আমাদের শিক্ষা তাদের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার ইবাদত। প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরন ও সুন্নাতের প্রতি ভালবাসা এবং গুনাহ সমূহ থেকে ঘৃণা সৃষ্টি করা না হয়, তবে তারা আমাদের অনুসরণকারী হওয়ার স্বপ্ন না দেখা উচিত। কেননা, এই ইসলাম একজন মুসলমানকে নিজের মা-বাবার অনুগত হওয়ার শিক্ষাই দেয়। এই জন্য আমাদের সন্তানদের বাহ্যিক সাজ-সজ্জা, পোশাক-পরিচ্ছেদ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয়তার পাশাপাশি চারিত্রিক ও আত্মিক শিক্ষার প্রতি সব সময় প্রস্তুত থাকা উচিত।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মক্কা শহরকে উন্নতকারী

হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام যখন হযরত ইসমাঈল عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর মা হযরত হাজেরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا ও ইসমাঈল عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে মক্কা শহরে নিয়ে আসলেন এবং তিনি তাদেরকে সেখানে রেখে আসলেন। ঐ সময় একটা দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হল। মক্কা মুকাররমার জুরহম গোত্রে আবাসস্থল করলেন এবং সেখানেই থাকতে শুরু করলেন। ঐ সময় হযরত ইসমালঈল عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام যুবকে পরিণত হলেন। হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام তাঁর এক মহিলাকে বিয়ে করলেন এবং তাঁর আম্মাজান ঐ বছরই ইন্তেকাল করলেন। এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام তাঁর ছেলে হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর ঘরে তাশরীফ আনলেন এবং তাঁর স্ত্রীর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনার স্বামী কোথায়? তিনি আরয করলেন: তিনি শিকারে বের হয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা আপনার উপর দয়া করুন, আপনি তাশরীফ রাখুন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তিনি এখনি চলে আসবেন। হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার কাছে কোন খাবার আছে? তিনি বললেন: জ্বী, হ্যাঁ! তিনি তাড়াতাড়ি দুধ ও মাংস পেশ করলেন।

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام তার অতিবাহিত দিনগুলোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন হযরত হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর স্ত্রী আরয করলেন: আমরা খুবই ভাল আছি এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ খুব সুখে আছি। তখন হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام উভয়জনকে দোয়া করলেন। অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام তাকে বললেন: যখন তোমার স্বামী আসবে তখন তাকে আমার সালাম দিবে আর বলবে নিজের দরজার চৌকাট যেন বহাল রাখে। যখন হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام তাশরীফ আনলেন, তখন তিনি তাঁর বাবার আগমণের সুঘ্রাণ বুঝতে পারলেন। তারপর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন: আজকে কেউ কি এখানে এসেছিল? তিনি জবাব দিলেন: হ্যাঁ! একজন সুন্দর চেহারাধারী ও খুব ভাল সুঘ্রাণ ওয়ালা বুযুর্গ তাশরীফ এনেছিলেন। এরপর তিনি সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। আর এটাও বললেন: আমি তার পা ধুয়েছিলাম। আর এটা উনার পায়ের চিহ্ন। হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام সমস্ত ঘটনা শুনে বললেন: তিনি আমার আব্বা হযরত ইবরাহীম। আর আমার দরজার চৌকাট দ্বারা উদ্দেশ্য হল তুমি। আর তিনি আমাকে আদেশ দিয়েছেন যে আমি যাতে তোমাকে বহাল রাখি। (রুহুল বয়ান, ১/২২৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে এই শিক্ষাই পাওয়া যায় যে, যখনি কোন মেহমান আসে তখন নিজের অবস্থা অনুযায়ী মেহমানদারী করা উচিত এবং নিজের দারিদ্রতা ও নিঃস্বতা প্রকাশ না করে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তাআলার শোকর আদায় করা উচিত। আর নিজের বোন, কন্যা এবং বাচ্চার মাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্বামীর অধিকার আদায় ও কৃতজ্ঞ স্ত্রী হওয়ার অকৃতজ্ঞতা ও দয়ার ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে বাঁচার শিক্ষা দেওয়া উচিত। নিঃসন্দেহে পূণ্যময় জীবন দৃষ্টান্তময়ী স্ত্রীর একটি গুন এটাই যে সে সব সময় নিজের স্বামীর নেয়ামতের শোকরিয়া আদায় করে এবং কখনো তার দয়ার কথা অস্বীকার করে অকৃতজ্ঞ হয়না। আর সে ভালভাবেই জানে যে স্বামী তার জন্য যে কোন কঠিন মূহুর্তের জন্য শক্তিশালী ভরসা এবং আল্লাহ্ তাআলার বড় নেয়ামত।

www.dawateislami.net

সেই আমার প্রয়োজনীতা পূরণ করে এবং তার কারণে আমার সন্তান ধারণ হয়। কিন্তু দূর্ভাগ্য বশত আমাদের সমাজে অনেক ইসলামী বোন অকৃতজ্ঞতার রোগে আক্রান্ত। একটু কারো ভালো ঘর, দামী পোশাক এবং দামী অলঙ্কার দেখলেই তখন অকৃজ্ঞতার শব্দ বের হযে আসে আর আল্লাহ্‌র পানাহ! আল্লাহ্ তাআলার উপর অভিযোগ করে কিছু এই ধরণের আলোচনাও করে; "আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে না জানি কোন অপরাধের কারণে গরীব বানিয়েছেন।" "আমি তো জন্ম থেকেই দূর্ভাগা, না বাপের বাড়ীতে সুখ ছিল না শ্বশুর বাড়ীতে।" "অমুককে দেখ কত সুখ শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করছে। আমি এখানে উপবাসে মরছি" ইত্যাদি ইত্যাদি। এমনিভাবে অনেকের এই অভ্যাস রয়েছে যে, স্বামী ভাল দামী খাবার খাওয়ান, এমনকি নিজ সামর্থ অনুসারে কাপড়-ছোপড়, স্বর্ণ-অলঙ্কার এবং অন্যান্য আসবাবপত্র দিতেই থাকেন। কিন্তু যদি কোন অক্ষমতার কারণে কোন চাহিদা পূরণ করতে ব্যার্থ হন, তখন সে স্বামীর পুরো জীবনের দয়া ভুলে গিয়ে অকৃতজ্ঞ হয়ে বলে থাকে; হায়! আমার এই ঘরে কখনো সুখ লাভের সৌভাগ্য হয়নি। তুমি তো আমার জীবনের চাহিদা কখনো পূরণই করনি। আমার কপালেই খারাপ যে তোমার মত ব্যক্তির সাথে আমার বিয়ে হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। স্মরণ রাখবেন! অকৃতজ্ঞতার এই শব্দ না শুধু মহিলার দুনিয়ার জীবনকে ধ্বংস করে বরং আখিরাতকেও নষ্ট করে থাকে। যেমন-

নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমি জাহান্নামে অধিকাংশ নারীকে দেখেছি।" সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: এর কারণ কি? ইরশাদ করলেন: "কেননা, তারা অকৃজ্ঞ।" আরয করা হল: তারা কি আল্লাহ্ তাআলার অকৃতজ্ঞতা করে? ইরশাদ করলেন: "তারা স্বামী ও স্বামীর দয়ার অকৃতজ্ঞ হয়। অতঃপর তুমি যদি কোন মহিলার সাথে কোন অপছন্দনীয় কাজ দেখে, তখন বলবে: আমি তোমার মধ্যে কোন ভাল কিছু দেখিনি।" (বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, বাবু কুফরানুল আশীর... শেষ পর্যন্ত, ৩/৪৬৩, হাদীস- ৫১৯৭)

আর যে সব ইসলামী বোনেরা বুদ্ধি মত্তার পরিচয় দিয়ে নিজের স্বামীর অনুগত এবং কৃতজ্ঞ স্ত্রী হওয়ার আচরণ করে থাকে, তাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে।

www.dawateislami.net

কেননা, মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে মহিলা পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, রমযানের রোযা রাখে, নিজের লজ্জা ও সম্ভ্রমকে রক্ষা করে এবং নিজের স্বামীর আনুগত্য করে, তবে তাকে বলা হবে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ কর।"

(মসনদে ইমাম আহমদ, মসনদে আব্দুর রহমান বিন আউফ, ১/৪০৬, হাদীস- ১৬৬১)

স্মরন রাখবেন! স্বামীর অকৃতজ্ঞতা থেকে স্ত্রীকে এই জন্য বেঁচে থাকা উচিত, যদি ধারাবাহিক ভাবে এই ধরণের কথায় স্বামীর অন্তরে ঘৃণা ও শত্রুতার তুফান স্থায়ী হয়ে থাকে এবং আল্লাহ্ না করুক রাগের মধ্যে এসে যদি সম্পর্কের নৌকা ডুবে যায় তবে সারা জীবন আফসোস ছাড়া আর কিছুই করা যাবেনা। অবশ্যই সফল স্ত্রী সেই যে কখনো অকৃতজ্ঞতার শব্দ মুখে উচ্চারণ করেনা। আর সব সময় স্বামীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে অন্তর খুশি রাখে। স্বামী স্ত্রীর মাঝে প্রেম ভালবাসাপূর্ণ এই সুন্দর সম্পর্কে সঠিকভাবে ঐ সময়ে চলে যখন তারা একে অপরের অধিকার ঠিক ভাবে আদায় করে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এর গুনাবলী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে আল্লাহ্ তাআলা অসম্ভব সৌন্দর্য্য পরিণত করেন এবং কুরআনুল করীমের অনেক জায়গায় তাঁর আলোচনা হয়েছে। তিতি কা'বা শরীফ নির্মাণকারী ও মক্কা মোবার্‌রমা আবাদকারী, হযরত ইবরাহীম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام আরববাসীর দাদা, আর তিনি আরববাসীর পিতা। আবে যমযম শরীফের পানি তাঁর মুজিযা যা তাঁর নবুয়ত প্রকাশ হওয়ার পূর্বেই সংগঠিত হয়েছিল, যা কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। কিয়ামত পর্যন্ত দু'টি মুজিযা স্থায়ী থাকবে;

(১) আবে যমযমের ঝরণা, যেটা ইসমাঈল عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর পায়ের গোড়ালী থেকে বের হয়েছিল।

www.dawateislami.net

(২) হুযুর পাক صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ধর্ম, কুরআনুল করীম, হাদীসে পাক এবং নিয়ম নীতি ও ইবাদত। (তাফসীরে নঈমী, ১৬/২৮৫)

হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এর স্মরণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আবে যমযম যেটা কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকার মুজিযা সেটা হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর কারণে দুনিয়ার সমস্ত পানি থেকে সর্বোচ্চ ও ফযীলত অর্জন করেছে অনেক ভাবে। বহু বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও এই পানি দ্বারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি উপকৃত হচ্ছে এবং প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য রোগ থেকে আরোগ্য লাভ হচ্ছে। আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যমযম শরীফের একটি মুজিযা এটাই যে সব সময় স্বাদ পরিবর্তন হতে থাকে। কখনো একটু লবণাক্ত, কখনো মধুর মত এবং যদি রাত ২টায় পান করা যায় তো গাভীর দোহানো খাঁটি দুধের মত। তিনি আরো বলেন: যমযম শরীফ যার কাছে যথেষ্ট পরিমাণ রয়েছে তার না প্রয়োজন রয়েছে খাদ্যের না ঔষধের। হাদীস শরীফে রয়েছে; যমযম খাবারের জায়গায় খাবার, ঔষধের জায়গায় ঔষধ। (মুসনফ ইবনে আবি শায়বা, কিতাবুল হজ্ব, বাবু ফি ফসলি যমযম, ৪/৩৫৮, হাদীস- ২) আসুন! এখন আবে যমযমের ফযীলতের ব্যাপারে তিনটি ফরমানে মুস্তফা শুনি অতঃপর;

(১) "আবে যমযম দুনিয়া ও আখিরাতের যেই উদ্দেশ্যে পান করা হয় তা যথেষ্ট হবে।" (সুনানে ইবনে মাযাহ, আবওয়াবুল মানাসিক, বাবু শরফু মিন যমযম, ৩য় খন্ড, ৪৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩০৬২। বিদুনে মিন আমরিদ্দুনিয়া ওয়াল আখিরা)

(২) "আবে যমযম পেট ভরে পান করা নিফাক থেকে মুক্তি দেয়।" (ফিরদৌসুল আখবার, বাবু তা, ১/৩০৯, হাদীস- ২২৫৫)

(৩) "আবে যমযম ভূপৃষ্ঠের সব পানি থেকে সর্বোত্তম।" (মুজামুল কবীর, ১১/৮০, হাদীস- ১১১৬৭)

আবে যমযম আল্লাহ্‌র নিদর্শন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আল্লাহ্ তাআলা এই পবিত্র পানিকে কি পরিমান সম্মান ও উচ্চ মর্যাদায় বরকতময় করেছেন,

www.dawateislami.net

যাতে এটা পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানদের অন্তরে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলার নবী হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল জবিহুল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর স্মরণ এবং তাঁর ভালবাসা তাজা করতে থাকে। এই বরকত পূর্ণ পানি রোগ সমূহ, পেরেশানি, দুঃখ দূর্দশাগ্রস্থ, শারীরিক ও মানসিক রোগ থেকে আরোগ্য লাভ হয়। কতিত আছে; যে জিনিস আল্লাহ্ওয়ালাদের পবিত্র শরীরের সম্পর্কিত হওয়ার দ্বারা অর্জিত হয়, সেটার ইজ্জত ও সম্মান বেড়ে যায়। এমনকি সেটা আল্লাহ্ তাআলার নিদর্শনে পরিণত হয়। যেমন- প্রখ্যাত মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: সাফা ও মারওয়া ঐ পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে যেগুলোর উপর হযরত হাজেরা رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا পানির খোঁজে সাতবার উঠানামা করেন। এই আল্লাহ্ওয়ালীর কদম পড়ে যাওয়ার কারণে এই দুই পাহাড় আল্লাহ্র নিদর্শনে পরিণত হয়ে গেছে এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত হাজীদের জন্য এই পবিত্র বিবির নকল তথা এর উপর সাতবার উঠানামা করা আবশ্যক হয়ে গেল। বুযুর্গদের কদম লাগার কারণে ঐ বস্তুটি আল্লাহ্র নিদর্শনে পরিণত হয়ে গেছে। আরো বলেন: তূর পাহাড় ও মক্কা মুয়ায্যমা এই কারণে সম্মনীত হয়েছে যে তূর পাহাড় কলিমুল্লাহ্ অর্থাৎ হযরত মূসা عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর কারণে, আর মক্কা মুয়ায্যমা হাবীবুল্লাহ্ অর্থাৎ আমাদের প্রিয় আক্বা صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কারণে। সারাংশ এটাই আল্লাহ্র প্রিয় জিনিসগুলোই আল্লাহ্র নিদর্শন। যেমনি ভাবে কুরআন শরীফ, খানায়ে কা'বা, সাফা মারওয়া, মক্কা মুয়ায্যমা, বায়তুল মুকাদ্দাস, তূর পাহাড়, নবী ও ওলীদের কবর সমূহ অর্থাৎ আম্বীয়া ও আউলিয়াগণের মাযার) এবং আবে যমযম। (ইলমুল কুরআন, ৪৮-৫০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

কুরআনুল করীমের মধ্যে হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর নাম অনেক জায়গায় এসেছে এবং প্রত্যেক জায়গায় তাঁর আলোচনা রয়েছে। যেমন এক জায়গায় আল্লাহ্ তাআলা তাঁর গুনাবলী এই শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন; যেমন- ১৬ পারার সূরা মরিয়াম এর ৫৪-৫৫নং আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার বাণী:

www.dawateislami.net

وَ اذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ ۫ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَ كَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ﴿۵۴﴾ وَ كَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَ الزَّكٰوةِ ۪ وَ كَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ﴿۵۵﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং কিতাবের মধ্যে ইসমাঈলকে স্মরণ করুন! নিশ্চয়ই সে প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী ছিল এবং রাসূল ছিল অদৃশ্যের সংবাদ সমূহ বর্ণনাকারী। এবং আপন পরিবারবর্গকে নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিতো, আর আপন প্রতিপালকের নিকট পছন্দনীয় ছিল। (পারা- ১৬, সূরা- মরিয়াম, আয়াত- ৫৪-৫৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই আয়াতে মোবারকার মধ্যে হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام চারটি উচ্চ গুনের বর্ণনা করা হয়েছে; (১) তিনি প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী (২) অদৃশ্যের সংবাদ দাতা (৩) পরিবারবর্গদের নামায ও যাকাতের হুকুর দাতা এবং (৪) আল্লাহ্ তাআলার পছন্দনীয় বান্দা ছিলেন।

প্রতিশ্রুতির বিশুদ্ধতা!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখানে এই কথাটি অন্তরে গেথেঁ নিন, যে সমস্ত আম্বীয়ায়ে কেরামগণের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام ওয়াদা বিশুদ্ধ ছিল। কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এই গুনের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রশিদ্ধ ছিলেন। তিনি عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর ছোটবেলার তাঁর সম্মানীত পিতা হযরত সায়্যিদুনা ইবাহীম খলিলুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কাছে কৃত ওয়াদা জবেহ করার সময় ধৈর্য ও সুন্তুষ্টির সাথে পূর্ণ করেন। (তাফসীরে খাযিন, ৪/২২)

একবার তিনি عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এক ব্যক্তিকে একটি জায়গায় দেখা করার ওয়াদা দিলেন এবং তিনি সেই জায়গায় পৌঁছেও গেলেন। কিন্তু যে ব্যক্তির আসার কথা ছিল সে ভুলে গেল, এমনকি সন্ধ্যা হয়ে গেল। তিনি عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ঐ জায়গায় পুরো রাত কাটিয়ে দিলেন। সকালে যখন ঐ ব্যক্তি আসল তখন তাঁকে উপস্থিত পেলেন, তখন আশ্চার্য্য হয়ে গেলেন এবং আরয করলেন:

www.dawateislami.net

আপনি এখান থেকে যাননি? তখন তিনি عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام ইরশাদ করলেন: না তুমি আসার আগে আমি কিভাবে চলে যাবো। (তাফসীরে তাবারী, ৪/৩৫১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কেমন সুউচ্চ গুনের অধিকারী ছিলেন। তিনি একজন নবী হয়ে নিজের উম্মতের সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করার জন্য পুরো রাত ঐ জায়গায় দাড়িয়ে রইলেন। এই কারণে যদি শরীয়াতের পক্ষথেকে কোন বাধা না থাকে তবে আমাদেরও এই প্রিয় অভ্যাস নিজের মধ্যে প্রতিফলণ ঘটিয়ে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করা উচিত। কিন্তু আফসোস! শত কোটি আফসোস! আজ আমাদের সমাজে ওয়াদা ভঙ্গ ব্যাপক হতে চলছে এবং সেটাকে দোষও মনে করছেনা অথচ ওয়াদা ভঙ্গ করা হারাম ও কবীরা গুনাহ। কেননা, ওয়াদা পূর্ণ করা মুসলমানের জন্য শরয়ীভাবে ওয়াজীব ও আবশ্যক আল্লাহ্ তাআলা কুরআনুল করীমের ৬ষ্ঠ পারা সূরা মায়েদার আয়াত নং ১ এর মধ্যে ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! স্বীয় অঙ্গীকার পূরণ করো।

(পারা- ৬, সূরা- মায়েদা, আয়াত- ১)

এমনি ভাবে পারা ১৫, সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত নং ৩৪ এর মধ্যে ইরশাদ করেছেন;

اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا ﴿۳۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে কৈফিয়ত চাওয়া হবে।

(পারা- ১৫, সূরা- ইসরাঈল, আয়াত- ৩৪)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত; রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্সম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে মুসলমান প্রতিশ্রুতি ও ওয়াদা ভঙ্গ করে, তার উপর আল্লাহ্ তাআলার, ফেরেস্তাদের ও সমস্ত মানুষের অভিশাপ এবং না তার ফরয কবুল হবে না নফল।"

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিযিরাহ ওয়াল মুয়াদাইয়া, বাবু ইছমি মিন আহিদ ছুম্মা গযব, ২য় খন্ড, ৩৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস-৩১৭৯)

www.dawateislami.net

আর এক হাদীসে পাকে রয়েছে; "লোকেরা ততক্ষণ পর্যন্ত ধ্বংস হবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত না সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে।" (সুনানে আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৩৪৭)

ওয়াদা ভঙ্গ কাকে বলে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! ওয়াদা ভঙ্গের ব্যাপারে কি পরিমাণ ভীতি প্রদর্শণ করা হয়েছে। ওয়াদা ভঙ্গকারীর উপর আল্লাহ্ তাআলার, ফেরেস্তারা ও সমস্ত মানুষের অভিশাপ হয় এবং না তার কোন ফরয কবুল হয় না নফল।

হুযুর পুরনূর, সায়্যিদুল মুরসালীন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ওয়াদা ভঙ্গ এটা নয় যে ব্যক্তি ওয়াদা করল, আর নিয়্যতও রয়েছে তা পূর্ণ করবে। কিন্তু ওয়াদা ভঙ্গ এটাই যে ব্যক্তি ওয়াদা করল এবং তার নিয়্যত হল তা পূর্ণ না করা।" (আল জায়েউল আখলাকুর্‌রাবী লিল খতিবুল বাগদাদী, ৩১৫ পৃষ্ঠা) অন্য আরএক হাদীসে পাকে রয়েছে; "যখন কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে ওয়াদা করে এবং তা পূর্ণ করার নিয়্যতও রয়েছে। কিন্তু আসতে পারে নাই, ওয়াদা পূর্ণ করতে পারে নাই, তবে তার উপর গুনাহ নেই।" (সুনানে আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৯৯৫)

হাসদ, ওয়াদা খিলাফী, ঝোট, চুগলী, গীবত ও গালী,
মুঝে উন সব গুনাহো ছে হো নফরত ইয়া রাসূলাল্লাহ্!
মেরে আখলাক আচ্ছে হো মেরে সব কাম আচ্ছে হো,
বানাদো মুঝ কো তুম পাবন্ধে সুন্নাত ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর পবিত্র গুনাবলী যা কুরআনে পাকের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে এটাও রয়েছে: وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ "**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** এবং নিজের পরিজনবর্গদের নামায ও যাকাতের হুকুম দেন।"

www.dawateislami.net

জানা গেল যে নিজের পরিবারবর্গদের ভাল আমলের শিক্ষা দেওয়া, নামাযের অভ্যাস করানো আম্বীয়ায়ে কিরামগণের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সুন্নাত। এই কারণে আমাদেরও নামাযের গুরুত্ব অনুধাবন করে না শুধু পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত ভাবে মসজিদের প্রথম কাতারে প্রথম তাকবীরের সাথে জামায়াত সহকারে আদায় করা উচিত বরং নিজের প্রাপ্ত বয়াস্ক সন্তানদেরও সাথে করে নিয়ে যাওয়া উচিত। স্মরণ রাখবেন! যদি আমরা নিয়মিত নামাযের পাশাপাশি নিজের প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদেরকেও মসজিদে নিয়ে যায়। তবে তাদের কচি মনমানসিকতা ও ছোটবেলা থেকে নামাযের দিকে ধাবিত হতে থাকবে। যেই কথাটি বাচ্চাদের মনে ছোট অবস্থায় বসে যায়, তা অভ্যাসগত ভাবে বড় হয়েও তাদের মনে খুবই সুদৃঢ় হয়। বাচ্চাদেরকে নামাযের অভ্যাস করার জন্য সময়ে সময়ে নামাযের ফযীলতও শুনাতে থাকুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে আমাদের বাচ্চারা ছোটবেলা থেকেও নামাযী হয়ে যাবে। বর্তমান সময়ে সন্তানদের সুশিক্ষা দেওয়া এবং তাদেরকে ছোট অবস্থাই নামায রোযার এবং অন্যান্য ইবাদতের অভ্যাস করানো খুবই প্রয়োজন। সন্তানদের সুন্নাত অনুসারে সঠিক শিক্ষার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১৮৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব, "তরবিয়তি আউলাদ" পড়ে নিন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি সন্তানদের সবচেয়ে ভাল প্রশিক্ষণের জন্য এই কিতাব ভাল সাহায্যকারী হবে। স্মরণ রাখবেন! নিজের সন্তানদের যে কোন নেক কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়ার আগে ঐ কাজের অভ্যাস করাতে হবে। অন্যথায় আমাদের মুখে বলা কথাই প্রভাবীত হবেনা এবং আশান্বিত ফলাফল পেতে কঠিন হবে। এই জন্য নিজের সন্তানকে নামায ইত্যাদির শিক্ষা দেওয়ার আগে নিজেকে নামায পড়ার সুদৃঢ় অভ্যাস থাকতে হবে। কুরআন ও হাদীসের মধ্যে নামায আদায়কারীর জন্য অনেক সুসংবাদ এবং নামাযের অসংখ্য ফযীলত বর্ণিত রয়েছে। আসুন ইলমে দ্বীন অর্জন এবং নিয়মিত নামাযের মনমানসিকতা তৈরীর জন্য আল্লাহ্ তাআলার ইরশাদ শুনি। পারা ৬, সূরা মায়েদা, আয়াত নং ২২ এর মধ্যে ইরশাদ করছেন:

www.dawateislami.net

وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّیْ مَعَكُمْ ؕ لَىٕنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَیْتُمُ الزَّكٰوةَ وَ اٰمَنْتُمْ بِرُسُلِیْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَ اَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَیِّاٰتِكُمْ وَ لَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং আল্লাহ্ ইরশাদ করেন নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি। অবশ্যই তোমরা যদি নামায কায়েম রাখো, যাকাত প্রধান করো, আমার রাসূলগণের প্রতি ঈমান আন, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো এবং আল্লাহ্ কে উত্তম ঋণ প্রদান করো। তবে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পাপ মোচন করব এবং তোমদেরকে অবশ্যই বেহেস্ত সমূহে নিয়ে যাবো। যেগুলোর পাদদেশে নদী সমূহ প্রবাহিত। (পারা- ৬, সূরা- মায়েদা, আয়াত- ১২)

سُبْحٰنَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ! নামাযীদের জন্য আল্লাহ্ তাআলার দরবারের মধ্যে কেমন কেমন নেয়ামত রয়েছে। তাকে জান্নাত ও ক্ষমার সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে এবং বড় প্রতিদানের সুসংবাদ শুনানো হচ্ছে। হাদীস শরীফের মধ্যেও নামাযের ব্যাপারে অনেক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আসুন! শিখার জন্য ২টি হাদীস শরীফ শুনি:

(১) "আল্লাহ্ তাআলা পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যে এইগুলোর জন্য সর্বোত্তম পন্থায় অযু করে ও তা সময়মত আদায় করে এবং সেটার রুকু, জিসদা বিনয় নম্রতার সাথে পরিপূর্ণ করে। তবে আল্লাহ্ তাআলার দায়িত্ব যে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া। আর যে তা আদায় করেনা, তবে আল্লাহ্ তাআলার দায়িত্বে কিছু নেই, তিনি যদি চান তাকে ক্ষমা করবেন আর নয়তো তাকে শাস্তি দিবেন।" (সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত বাবুল মুহাফাযা আলা ওয়াক্তিস সালাত, ১ম খন্ড, ৪২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৩৯৭)

(২) "যদি তোমাদের আঙ্গিনায় নদী থাকে, আর প্রতিদিন পাঁচবার তাতে সে গোসল করে, তবে কি তার আর কোন ময়লা থাকবে?" লোকেরা আরয করল: জ্বি, না। তখন তিনি صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নামায গুনাহ সমূহ এইভাবে ধূয়ে দেয়, যেমনিভাবে পানি ময়লাকে ধূয়ে দেয়।"

(সুনানে ইবনে মাযাহ, ২য় খন্ড, ১২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৩৯৭)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! নামায আদায়কারী কি পরিমাণ সৌভাগ্যবান। তার উপর আল্লাহ্ তাআলার রহমত এমনিভাবে বর্ষন হয় যা তার গুনাহ সমূহ ধূয়ে দেয়। নামাযের বরকতে অতীতের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায়। আগামীতেও মানুষ গুনাহ থেকে এবং নির্লজ্জ কাজ থেকে বিরত হতে থাকে। নামাযের অভ্যাস অব্যাহত রাখার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করুন, এলাকায়ি দাওরা বরায়ে নেকীর দাওয়াতে অংশগ্রহণ করুন। নিজের মহল্লা, মসজিদ ও ঘরের মধ্যে ফয়যানে সুন্নাতের দরম চালু করুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ নিজেও নামাযের অভ্যাস পরিণত হবেন এবং অন্যকেও নেকীর দাওয়াত দেওয়ার বড় সাওয়াব হতে আসবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ খুব শীঘ্রই আমাদের মাঝে যিলহজ্জ মাসের আগমন ঘটবে এবং এটা খুবই বরকতপূর্ণ ও রহমত ওয়ালা মাস। এই কারণে যত বেশি সম্ভব এই মাসে ইবাদত নফল রোযা রাখাব। নফল রোযার অগণিত ফযীলত ও বরকত রয়েছে; হাদীস শরীফের মধ্যে যিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিনের ফযীলত সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে:

শবে কদরের সম পরিমাণ ফযীলত

হাদীসে পাকের মধ্যে রয়েছে; "আল্লাহ্ তাআলার কাছে যিলহজ্জের দশ তারিখের চেয়ে বেশি অন্য কোন দিনে তাঁর ইবাদত করা পছন্দনীয় নয়। ঐ সময়ের প্রতিদিনের রোযা এক বছরের রোযার এবং প্রতিদিনের কিয়াম শবে কদরের সমান।"
(জামে তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭৫৮)

আরাফাতের রোযা

হযরত সায়্যিদুনা আবু কাতাদাহ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; সুলতানে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমার আল্লাহ্ তাআলার প্রতি ধারণা রয়েছে যে,

www.dawateislami.net

আরাফার (অর্থাৎ ৯ই যিলহজ্জ) এর রোযা এক বছর আগের ও পরের গুনাহ মিটিয়ে দেয়।” (সহীহ মুসলীম, ৫৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৯২)

এক রোযা হাজার রোযার সমান

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “আরাফার (অর্থাৎ- ৯ই যিলহজ্জ) রোযা হাজার রোযার সমান।” (শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৭৬৪) কিন্তু হজ্জকারী যিনি আরাফাতের ময়দানে রয়েছেন। তিনি ঐ দিন (অর্থাৎ ৯ই যিলহজ্জ) রোযা রাখা মাকরূহ। হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আরাফার দিন অর্থাৎ ৯ই যিলহজ্জ হাজীদেরকে আরাফাতে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। (সহীহ ইবনে খুজাইমা, ৩য় খন্ড, ২৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২১০১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা একটু চিন্তা করুন যে যিলহজ্জ মাসে রোযা রাখার কি পরিমাণ ফযীলত ও বরকত রয়েছে। এই কারণে আমাদেরও উচিত এই পরিত্র মাসে কুরবানী ও অন্যান্য ইবাদতের পাশাপাশি নফল রোযা রাখার অভ্যাস গড়ুন اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ এর কারণে আমাদের অসংখ্য রহমত ও বরকত অর্জন হবে।

নামায ও রোযা ও হজ্জ ও যাকাত কি তাওফিক
আতা হো উম্মতে মাহবুব কো ছদা ইয়া রব!

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

বয়ানের সারাংশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ আমরা হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর জীবনির ব্যাপারে শুনলাম যে,

* তিনি عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর মান মর্যাদা আল্লাহ্ তাআলার নিকট খুবই উচ্চ।

www.dawateislami.net

* তিনি عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام আল্লাহ্ তাআলার হুকুম পালনের জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে সব সময় প্রস্তুত থাকেন।

* তিনি عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام সারা জীবন তাঁর উম্মতদের নেকীর দাওয়াতই দিয়েছেন।

* তিনি عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام আল্লাহ্ তাআলার হুকুমের উপর আমল করার ব্যাপারে তাঁর বাবার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাহায্যকারী সাব্যস্ত হয়েছেন।

* তিনি عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কা'বা শরীফ নির্মাণকারী ও মক্কা মুকার্‌রমা আবাদকারী।

* আবে যমযমের বড় মুজিযা তিনি عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর পবিত্র কদমের সাথে সম্পর্ক রাখে।

* পবিত্র কুরআনের মধ্যে তাঁর عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام ৪টি সুউচ্চ গুনাবলী বর্ণিত হয়। (১) তিনি সত্যিকার প্রতিশ্রুতি পালনকারী (২) অদৃশ্যের সংবাদ দাতা (৩) পরিজনবর্গদের নামায ও যাকাতের হুকুম দাতা এবং (৪) আল্লাহ্ তাআলার পছন্দনীয় বান্দা।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও চিন্তা করা উচিত যে, আমরা আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনের কর্মকাণ্ডকে সামনে রাখা এর উপর আমরা কতটুকু আমল করছি? আমাদেরকে তো প্রাণ উৎসর্গ করে ফেলতে বলা হচ্ছেনা। আমাদের উপর তো আমাদের সাধ্যের বাইরে ভারী বোঝা উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছেনা। কিন্তু তার পরও আমাদের থেকে সহজ থেকে সহজতর নেক আমল আদায় হয়না। একটু চিন্তা করুন! আমরা যদি এই উদাসীনতার মধ্যে থেকে দুনিয়া থেকে চলে যায়। তবে কবরে আমাদের কি অবস্থা হবে? এবং হাশরে আমরা প্রতি পালকের কাছে কি জবাব দিবো? আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর সদকায় ধৈর্য ও শোকরের সাথে শরীয়াত অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করার, নিজের বাচ্চাদেরকে ইসলামী মূল ধারার আলোতে শিক্ষা দেওয়ার এবং এই মাসে নফল রোযা রাখার তাওফিক দান করুন। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

মজলিশে মাকতাবাতুল মদীনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ বর্তমানে এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামী রাত দিন দ্বীনের খেদমতে ব্যস্ত এবং প্রায় ৯৭টি বিভাগের মধ্যে মাদানী কাজ করে যাচ্ছে। ঐ বিভাগগুলোর মধ্য থেকে একটি বিভাগ হল, "মাকতাবাতুল মদীনা মজলিশ"। বর্তমান সময়ে নেকীর দাওয়াতকে ব্যাপক প্রসারের জন্য নতুনত্বের গুরুত্ব খুবই প্রয়োজন, সেজন্যে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার সূচনা লগ্নে ১৪০৬ হিজরী অনুযায়ী ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেন এবং সর্বপ্রথম বয়ানের অডিও ক্যাসেট চালু করা হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মাকতাবাতুল মদীনা এই সংক্ষিপ্ত সময়ে যে উন্নতি করে তার উদাহরণ সে নিজেই। কেননা, অডিও ক্যাসেট থেকে শুরু থেকে মাকতাবাতুল মদীনার আওতায় আজ সিডি মাকতাব এবং পাকিস্তানের শহর বাবুল মদীনার (করাচীর) মধ্যে একটি প্রিন্টিং প্রেস কাজ করে যাচ্ছে। যেটা ঐ বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত। যে কোন ধরণের নতুন প্রয়োজনীয় কাজের সাথে জড়ানো আর এই সম্পৃক্ত সময়ের মধ্যে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে যেখানে সুন্নাতে ভরা বয়ান এবং মাদানী মুযাকারার হাজারো ক্যাসেট এবং ভিসিডি সমূহ পুরো দুনিয়ায় পৌঁছে ও পৌঁছে যাচ্ছে। সেখানে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এবং অন্যান্য ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের কিতাব সমূহ সুন্দর ভাবে মুদ্রিত হয়ে লাখো মানুষের হাতে পৌঁছে দিয়ে সুন্নাতের ফুল প্রস্ফুটিত করছে।

আল্লাহ্ করম এয়্যছা করে তুঝপে জাহাঁ মে,
এয়্য দা'ওয়াতে ইসলামী তেরী ধুম মাছি হো।

১২ মাদানী কাজে অংশ নিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও নেকীর দাওয়াত প্রচারে দা'ওয়াতে ইসলামীর সাথে হওয়া উচিত এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মহলে সব সময়ের জন্য সম্পৃক্ত থাকুন।

www.dawateislami.net

আর যেলি হালকার ১২ মাদানী কাজে আন্তরিকতার সাথে অংশ নিন। এইগুলোর মধ্য থেকে প্রতিদিনের এক মাদানী কাজ "মসজিদ দরস"। আল্লাহ্ তাআলা হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলিমুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর উপর ওহী নাযিল করেন, যে কল্যাণের কথা নিজেও শিখ এবং অন্যান্যদেরকে ও শিখাও। আমি কল্যাণের কথা শিক্ষাকারীও অন্যদের শিখানোদের কবর আলোকিত করব। তার কোন ধরণের ভয় হবেনা। বর্ণিত রেওয়ায়েত থেকে জানা গেল যে ভাল ভাল নিয়্যতের সাথে সুন্নাতে ভরা বয়ান করা বা দরস দাতা ও শ্রবনকারীর জন্য খুবই উপকারী। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উনাদের কবর আলোকিত করা হবে এবং না তাদের কোন ধরণের ভয় ভীতি অনুভব হবে। এই জন্য অন্যান্য কাজের অংশ নেওয়ার সাথে সাথে নিয়মিত মসজিদ দরস দেওয়ার চেষ্টা করুন এবং দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মহলে সব সময়ের জন্য সম্পৃক্ত থাকুন। আসুন! মাদানী মহলের বরকতে একটি মাদানী বাহার শুনি; যেমন-

মাদানী বাহার

মাথ্রা (ভারত) এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার কিছুটা এই রকম; আমি এক মডার্ণ যুবক ছিলাম। সিনেমা-নাটক দেখা আমার অভ্যাস ছিল। মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত বয়ানে ক্যাসেট "টিভির ধ্বংসলিলা" শুনার সৌভাগ্য হল। যেটা আমার আকৃতি পরিবর্তন করে দিল, আমি দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মহলে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম। আমার **APENDIX** এর রোগ হয়ে গেল। ডাক্তার অপারেশনের পরামর্শ দিল। আমি ভয় পেয়ে গেলাম, এরূপ পরিস্থিতিতে দা'ওয়াতে ইসলামীর এক মুবাল্লিগের ইনফিরাদি কৌশিশের ফলে ৩ দিনের মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফেলার বরকতে অপারেশন ছাড়াই আমার রোগ ভাল হতে লাগল। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমার উৎসাহ উদ্দীপনা আরো বেড়ে গেল, এখন প্রতি মাসে ৩ দিনের মাদানী কাফেলায় সফর করে থাকি। প্রত্যেক মাসে মাদানী ইনআমাতের রিসালা জমা করে থাকি এবং মুসলমানদেরকে ফজরের নামাযে জাগানোর জন্য ঘুম থেকে উঠে সদায়ে মদীনা দিতে থাকি। **(ফয়যানে সুন্নাত, ২৪৮ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

বে আমল বা আমল বনতে হে ছর বছর, এয়্য ভাই কর কাফেলে মে সফর।
আচ্ছি সোহবত ছে ঠান্ডাহো তেরা জিগর, কাশ! করলে আগর কাফেলে মে সফর।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বর্ণনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসল সে আমাকে ভালবাসল, আর যে আমাকে ভালবাসল সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ১ম খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৭৫)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

ইমামা শরীফ (পাগড়ী) সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল:

আসুন! ইমামা (পাগড়ী) শরীফের ব্যাপারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল শুনি; * ইমামা (পাগড়ী) ক্বিলার দিকে দাড়িয়ে বাঁধুন। * ইমামার সুন্নাত হল তা যেন আড়াই গজের কম না হয়, আর না তা ৬ গজের চেয়ে বেশি লম্বা হয় এবং সেটার বাঁধানোটা যেন গম্বুজের আকৃতি হয়। * রুমাল যদি এত বড় হয় যে পেচালে মাথা ঘুরে যাবে তবে তা ইমামা হয়ে গেল এবং ছোট রুমাল যেটার দ্বারা শুধু মাত্র দুই এক পেচ হবে তবে তা মাকরূহ। * ইমামা যখন মাথায় বাঁধা হয় তখন যেমনি ভাবে পেচিয়েছে তেমনি ভাবে খুলবে এবং একবারও জমিনে নিক্ষেপ করবেনা। * যদি প্রয়োজনে খুলেন এবং দ্বিতীয়বার বাঁধার নিয়্যত করেন। তবে এক এক পেচ খুলার দ্বারা এক একটি গুনাহ মোচন করা হয়। ইমামার ৬টি ডাক্তারী উপকার শুনুন: খোলা মাথা রাখা ব্যক্তিদের চুলে ঠান্ডা গরম ও রোদ ইত্যাদি খুব বেশি প্রভাব রাখে। এতে না শুধু চুল বরং মস্তিস্ক এবং চেহারা ও স্পর্শিত হয় এবং সুস্থতার মধ্যে ক্ষতি হয়। এই কারণে সুন্নাতের অনুসরনের নিয়্যতে ইমামা শরীফ বাঁধাতে উভয় জগতের উপকার।

www.dawateislami.net

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলা** সমূহতে আশেকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা। (১০১ মাদানী ফুল, ২৭ পৃষ্ঠা)

আশেকানে রাসুল আয়িয়ে সুন্নাত কি ফুল
দেনে লেনে চলে, কাফেলে মে চলো।

www.dawateislami.net

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় পঠিত ৬ টি দরুদ শরীফ

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতের দরুদ শরীফ :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ۨ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِى الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

)১ (বুযুর্গরা বলেছেন :যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমারাতে)বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে (এ দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে,মৃত্যুর সময় ছরকারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে রাখার সময়ও,এমনকি সে এটাও দেখবে যে ছরকারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমত ভরা হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

)আফযালুস সালাওয়াতি আলা সায়্যিদিস সাদাত,পৃষ্ঠা-১৫১ থেকে সংক্ষেপিত(

)২(সমস্ত গুনাহ ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত তাজদারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন :যে ব্যক্তি এই দরুদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।)প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-৬৫(

)৩ (রহমতের সত্তরটি দরজা صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ :

যে এই দরুদ শরীফ পাঠ করবে তবে তার জন্য রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হবে।

)৪(এক হাজার দিনের নেকী جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ :

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত ,ছরকারে মদীনা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন :এই দরুদ পাঠকারীর জন্য সত্তর জন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত সাওয়াব লিখতে থাকেন।)মাজমাউয যাওয়াইদ,খন্ড-১০,পৃষ্ঠা-২৫৪,হাদীস নং-১৭৩(

) ৫ (ছয় লক্ষ দরুদ শরীফের সাওয়াব:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِیْ عِلْمِ اللّٰہِ صَلَاۃً دَآئِمَۃً بِدَوَامِ مُلْکِ اللّٰہِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ কতিপয় বুযুর্গদের নিকট থেকে বর্ণনা করেন :এই দরুদ শরীফকে একবার পাঠ করার দ্বারা ছয় লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব লাভ হয়।

)আফযালুস সালাওয়াতি আলা সায়্যিদিস সাদাত,পৃষ্ঠা-১৪৯(

)৬(নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰی لَہٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসল তখন হুযুর আনোয়ারصَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবায়ে কিরামعَلَیْہِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মাণিত লোকটি কে ! যখন ঐ লোকটি চলে গেল তখন নবী করীমصَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন :সে যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এটাই পড়ে।)আল ক্বাউলুল বদী,পৃষ্ঠা-১২৫(

www.dawateislami.net